বাগেরহাট জেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী শোকেসিং- ২০২৪

প্রকল্পের নাম : 'বঙ্গবন্ধু শিশু ক্লাব'

উদ্ভাবক : ফারজানা মিজান জুঁই
সহকারী শিক্ষক,
দক্ষিণ হাড়িখালী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
সদর, বাগেরহাট।

বাস্তবায়ন কৌশল :

বঙ্গবন্ধু শিশু ক্লাব হবে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি সৃজনশীল ও গঠনমূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্র। প্রতি বৃহস্পতিবার এ কার্যক্রমটি চালোনো যায়। প্রথমে ৩য় থেকে ৪র্থ শ্রেণিদের শিশুদের দিয়ে কমিটি গঠন করা হবে। শিক্ষক ও আগ্রহী অভিভাবক, সদস্য হিসেবে থাকবে। এখানে শিশুরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড পরিচালনা বিষয়ক আলোচনা, উপস্থিত বক্তৃতা, সাধারণ জ্ঞান, কবিতা, আবৃত্তি ছবি আঁকা এবং বিভিন্ন সৃজনশীল কাজের চর্চা করতে পারবে।

ফলাফল/ সুবিধাসমূহঃ

১। শিশুদের মধ্যে জড়তা দূর হবে।

২। বক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পারবে।

৩। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

৪। আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

৫। শিশুরা বিদ্যালয় মুখী হবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব:

১। যে কোন বিষয় সহজ ও বোধগম্য করতে সহায়ক হবে।

২। ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৩। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পাবে।

৪। পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

বাগেরহাট জেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী শোকেসিং- ২০২৪

প্রকল্পের নামঃ "আমার একটি ভালো কাজ"

উদ্ভাবক : ফারজানা মিজান জুঁই

সহকারী শিক্ষক

দক্ষিণ হাড়িখালী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,

সদর, বাগেরহাট।

বাস্তবায়ন কৌশল :

সকল শিক্ষাস্তরের ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষাস্তর যেখানে কোমলমতি শিশুদের কে কৌশল অবলম্বন করে একটি একজন 'শ্রেষ্ঠ মানব' হিসেবে গড়েতোলা সম্ভব। তারই একটি কৌশল আমার একটি ভালো কাজ। ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণিতে একটি করে বক্স রাখা হবে যার নাম থাকবে 'আমার একটি কাজ' শিশুরা প্রতিদিন তাদের শ্রেণির বাক্সে নাম সহ তার একটি করা ভালো কাজ লিখে বাক্সে ফেলবে। সপ্তাহের শেষে শ্রেণি শিক্ষক সকলের সামনে ভালো কাজগুলো শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পড়াবেন। সবচেয়ে ভালো কাজের তালিকায় যার নাম প্রথমে আসবে তাকে পরিয়ে দেওয়া হবে মুকুট। এভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রক্রিয়াটি চলবে।

ফলাফল/সুবিধাসমূহ:

১। শিশুদের লেখা ও পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

২। শিশুদের মধ্যে ভালো কাজের চর্চা বৃদ্ধি পাবে।

৩। অল্প সময়ে এবং খুবই কম খরচে কাজটি সম্পন্ন হবে।

৪। শিশুরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসবে।

৫। আনন্দের সাথে কাজটি করবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভাব:

১। শিশুর মানবিক ও নৈতিক গুণাবলী বৃদ্ধি পাবে।

২। শিশুকে সৎ ও আদর্শবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

৩। শিশুকে লেখা ও পড়ায় সবলীল করে গড়ে তুলবে।